R. N. No. 2532/57 | Phone No. RGG.112 | Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, নিখুঁত ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ সডাক

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের দিন ঘোষিত হওয়ায় দলীয় তৎপরতা শুরু হয়েছে

জঙ্গিপুর : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮। দিন ঘোষণার সাথে সাথেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। যে এস, ইউ, সি দলকে সারা বছর গ্রামে-গঞ্জে কোন কাজ করতে দেখা যায় না, তারাও দাবার ঘুঁটি সাজাতে লেগেছেন। সারা বছরের বিরোধ সাময়িকভাবে মিটিয়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে। আবার প্রত্যেক দলই আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে বিক্ষুব্ধদের টেনে আনার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে কংগ্রেসের প্রভাব গতবারের মতোই বেশী র'য়েছে। সেই প্রভাব নষ্ট করতে সি, পি, এম দল এক নাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে কংগ্রেস দলও তাঁদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে গোপনে বাম মনোভাবাপন্ন এস ইউ সির সাথে আঁতাত করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের ধারণা এস ইউ সিকে তাদের ঐক্য ব্যানারে এনে ফেলতে পারলে বিক্ষুব্ধ বাম মনোভাবাপন্ন ভোটারদের ভোট বামফ্রন্টের শরিক দলের পক্ষ থেকে এস ইউ সির পক্ষে টেনে আনা অসম্ভব হবে না। জানা যায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কংগ্রেসের জনৈক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে এস ইউ সির স্থানীয় এক নেতার গোপন বৈঠক হয়ে গেছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথাবার্তাও নাকি গোপনে চলছে। বামফ্রন্টের জনৈক নেতা জানান, তাঁরা এ ব্যাপারে সজাগ আছেন। তাঁরা যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাতে কংগ্রেস দল যত অপচেষ্টাই চালাক (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যাপক অপচয় দেখার কেউ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিটি অফিসেই ব্যয় সংকোচের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। বিশেষ করে জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেনটেন্যান্স) অফিসে এই অপচয় সব হিসাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে প্রকাশ। অফিসের নিজস্ব জীপ গাড়ীটি বছর দুয়েক থেকে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সেটি মেরামতের কোন চেষ্টা হয়েছে বলে জানা যায়নি। তার পরিবর্ত্তে একটি পুরোনো গাড়ী মাসিক ৫০০০ টাকা ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে। এটিও খুব সচল বলে মনে হয় না। প্রায়ই পথের মাঝে খারাপ হয়ে কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। ফরাক্কা থেকে রঘুনাথগঞ্জ পর্য্যন্ত দীর্ঘ বিদ্যুৎ লাইন সাড়ানোর মাল পৌঁছাতে অস্বাভাবিক দেরী হয়। তার ফলে ধুলিয়ান অ ঙ্গাবাদ ফরাক্কা প্রভৃতি অঞ্চল ৪/৫ দিন ধরে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। অন্য দিকে উমরপুর সাব ষ্টেশনে খোলা জায়গায় পড়ে থাকা মালপত্র ঢেকে রাখার জন্য মাসিক কয়েক হাজার টাকা ভাড়ায় নাকি ত্রিপল নেওয়া হয়। ভাড়া বাবদ যে টাকা বিদ্যুৎ বিভাগকে গুণতে হয়েছে তাতে বেশ কয়েকটা নতুন ত্রিপল হয়ে যেতো। কিন্তু এ সব অপচয় দেখার কেউ নেই। গৌরী সেনের টাকা যে যা পায় খরচ করার মত অবস্থা। এর উপরও রয়েছে বিদ্যুৎ চুরি। সুজাপুর, মির্জাপুর, কানুপুর, খিদিরপুরে এমন কি পুরশহরের প্রান্তসীমা বালিঘাটাতেও ব্যাপক বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে বলে জানা যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

এরা কারা যারা ভারতের পরাজয়ে উল্লাস করে !

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৫ নভেম্বর ইংল্যাণ্ডের কাছে রিলায়েন্স কাপের ক্রিকেটে ভারতের পরাজয়ের সাথে সাথে শহরের কয়েকটি এলাকা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বাজি-পটকার ঘন ঘন আওয়াজে, তাদের চীৎকার উল্লাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠে। ঘটনার খোঁজ-খবরে জানা যায়, ৪ নভেম্বর পাকিস্তান অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ক্রিকেটের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিদায়কে কেন্দ্র করে ভারতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা যায়, তারই বদলা নিতেই নাকি ভারতের পরাজয়ে এই আনন্দোল্লাস ! এই উল্লসিত ভারত বিদ্বেষীরা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁরা ভারত নামক এক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বহাল তবিয়তে বাস করছেন। স্বদেশের পরাজয়ে এই উল্লাস প্রকাশকে দেশদ্রোহীতা আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই অনুচিত হয় না। খেলায় পরাজয়ে যাঁরা এত উল্লসিত, যদি কোন দিন পাক ভারত সংঘর্ষ হয় তবে তাঁদের সমর্থন কোন দিকে থাকবে তা বলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গণতন্ত্রের বাঁধনে হাত-পা বাঁধা আমাদের প্রশাসনও একেবারে নিশ্চুপ কেন এ প্রশ্ন ভারতবন্ধু প্রতিটি নাগরিকের। এঁরা প্রকাশ্যে ভারতের পরাজয়ে উল্লসিত হয়ে 'গাভাসকারের' কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে, মোটর সাইকেলে মিছিল করেছে, নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিলি করেছে। সাধারণ নাগরিকরা আইনের সূক্ষ্ম ধারা বোঝেন না, কিন্তু তাঁদের চোখে ঐ সব মানুষের আচরণ ভারত বিরোধী বলেই প্রতিভাত হয়েছে। স্বভাবতই তাঁরা মনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৯৪ সাল

ক্রিকেটায়ন

গত ৮ই নভেম্বর রিলায়েন্স কাপের শেষ খেলাটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলীয় দল বিশ্বকাপ ১৯৮৭ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করিয়াছেন। ভারত-পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য আমরা পত্রিকার পক্ষ হইতে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি, আর অষ্ট্রেলীয় দলকে বিজয়ীর অভিনন্দন জানাইতেছি।

প্রথমে যোগদানকারী আটটি দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগে লীগ ভিত্তিতে খেলিতে হইয়াছিল। তাহার পর এক এক ভাগের দুই শীর্ষস্থানীয় দলের মধ্যে নক-আউট খেলা হয়। সেমিফাইনালের এই খেলা ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তান দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। কিন্তু উল্লেখিত এই দল দুইটির যথাক্রমে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজয়ে সব আশা নির্মূল হইয়া যায়। কলিকাতার সুসজ্জিত ইডেন শেষ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এই দুই দলকে বরণ করিতে পারে নাই যদিচ ইডেনের মানসিক প্রস্তুতি এইরূপই ছিল। তাই অজস্র অর্থব্যয়ে সে সুসজ্জিত হইয়াছিল। তবু ইডেনের এক বিরাট সান্ত্বনা যে, বিদেশীদের জন্য তাহার এই বরণ-সজ্জা তাবৎ বৈদেশিক দলগুলি তারীফ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছে। ইডেনের প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন; তেমনই প্রশংসিত হইয়াছেন সেদিন ইডেনের আশি হাজার দর্শক। তাঁহাদের সুশৃঙ্খলা ও সংযমবোধ বাস্তবিক প্রশংসনীয় ছিল।

শেষ খেলায় যোগ্য দলই আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। খেলায় সমালোচনা নিশ্চয়ই থাকিবে। আর ক্রিকেটের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সব সময় সঠিক হয় না। তবু প্রতিযোগী ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ায় নিস্তরঙ্গ উত্তেজনা ছিল না। উভয় দলই দর্শকদের যথেষ্ট খুশি করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া খেলার শেষ অঙ্কটুকু খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।

যাই হোক, আজকাল ক্রিকেট ভারতের সর্বস্তরের মানুষ—আবালবৃদ্ধবনিতাকে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন প্রভাবিত করিয়াছে ও করিতেছে যে, তাহা বিস্ময়কর। এই ক্রিকেটোন্মাদনা সকলের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত। বিশ্বকাপের অন্যান্য খেলাগুলিতে সরকারী-বেসরকারী অফিসসমূহে তেমন উত্তেজনা না থাকিলেও সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলার দিনগুলিতে ইহা পুরা মাত্রায় ছিল। বস্তুতঃ ক্রিকেট যেরূপ শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া—কি শহরের কি পল্লীগ্রামের সকলকেই প্রভাবিত করিতেছে, তাহাতে মনে হয় বিদেশী খেলা হইলেও ফুটবলও ক্রিকেট এদেশে জাতীয় খেলা হইয়া দাঁড়াইবে।

রাজার খেলা

অনুপ ঘোষাল

রাজার খেলা প্রজার দেশ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। এ কটাদিন অফিসে, বাজারে, ক্লাসে, বাসে, চায়ের দোকানে, ড্রইংরুমের আড্ডায় এমনকি হেঁসেল ঘরেও (প্রমীলাকুলও ইদানীং চৌকশ সমঝদার) ক্রিকেট, ক্রিকেট। পরীক্ষার কড়ানাড়াকে কলা দেখিয়ে ছেলে-মেয়েরা টিভি ট্রানজিষ্টারের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করলো। ফাইলের গাদা জমে গেল কেরাণীবাবুর টেবিলে, সাহেব তো বৎসরান্তের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন, ফাইনাল দেখা চাইই।

রাজধানীতে তুমুল টেনশান। সবাই ধরে নিলে—ইডেনে ভারত-পাকিস্তান এর জম্পেশ ফাইন্যাল। তিলোত্তমা নতুন কনেটি সেজে তৈরী হয়ে রইল। ভারত কিংবা পাকিস্তান বরমাল্য কার গলায় চড়বে। গোটা দেশ ক্রিকেট-জ্বরে থরোথরো।

অতঃপর পর্বতের মূষিক প্রসব। আর একবার প্রমাণ হল—ক্রিকেটে কিছু একটা ঘটবে বলে ধরে নেয়া কত বড় আহাম্মকি। দুই মহারথীর আচম্বিত পতনে স্তব্ধ হয়ে গেল উপমহাদেশের অগণিত ক্রিকেটপ্রেমী। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বসলে ফাইন্যালের দিন টিভির মুখ দর্শন করবে না, কেউ বিস্তর আয়াসে অর্জিত আট তারিখের টিকিটটি অভিমানে ফুরফুর করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলে।

এই হচ্ছি আমরা, বাঙালী। যে কোন ব্যাপারেই আচমকা মেতে উঠি এবং কিঞ্চিৎ মোহভঙ্গেই কুপোকাৎ, নাকের জলে চোখের জলে। পাকিস্তান যেদিন অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ধরাশায়ী হল—প্রায় সব পটকাই ফেটে গেল এখানে। সামান্য যা সম্বল থাকল পরের দিন কপিলবাহিনী উল্টে খেতেই হুমাহুম ফুটে গেল। আমরা কখন যে কী করি, কেন করি—নিজেরাই জানি না। সামান্যেই উচ্ছ্বল, সামান্যেই হতোদ্যম, ক্রুদ্ধ। এই হুজুগ ছাড়া আর কোন বস্তুই জগদ্দল বাঙালি জাতিকে নাড়াতে পারে না।

অথচ প্রায় নিঃশব্দে স্বর্ণপেয়ালটি বগল-দাবা করে অষ্ট্রেলিয়া ফিরে গেল। উচ্ছ্বাস-বর্জিত আশ্চর্য পেশাদারি ঢঙ দুই সাহেব দলেই। দুটো দলের মধ্যেই যে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা একটা প্রতিজ্ঞার, ডিটার-মিনেশানের। আর আমরা সেমিফাইন্যালে আজাহার আউট হয়ে যাবার পর হতে চার চারটে উইকেট থাকতেও হারার আগেই মানসিকভাবে হেরে বসে থাকলাম। বাকি 'ষ্টার' প্লেয়াররা ক্রিজে এসে নবিশের মত উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল। দার্শনিক উদাসীনতা দেখিয়ে আমাদের খেলোয়াড়রা যেন বলল, নিজেরা আয়োজন করে নিজেরাই কাপ জিতে নেয়াটা কি শোভন? হাজার হোক অতিথি নারায়ণ!

ফাইন্যালের দিন ঠাসা ইডেন। দেখলাম—টিকিট ছিঁড়ে ফেলার মানুষ সংখ্যায় নগণ্য। অতএব আমরা শোক সামলে উঠতেও জানি। মানসিক চাপমুক্ত আমোদের মধ্যে লক্ষ্য করলুম সাহেব দলেও দুটি কালো মানুষের স্পর্ধিত ভূমিকা। সাহেবদের দলকেও ঋণের হাত বাড়াতে হয়েছে দুই কৃষ্ণাঙ্গের কাছে। এখানেই বোধহয় মানুষের জয়। পরাজয়ের গ্লানি ভুলে প্রাণখুলে ভাল খেলার তারিফ করতে ভুলল না এই বাঙালি। বিশ্ব ক্রিকেটের আঙিনায় শ্রদ্ধায় নৈবেদ্যটি পরাজয় সত্ত্বেও নিবেদন করতে পারলাম। আমরা সাহেব তো এই পৃথিবীরই মানুষ!

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

দায়িত্ব পঞ্চায়েতের

৭ অক্টোবর, ১৯৮৭ তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ 'সাগরদীঘি ব্লকের চাষীরা অসহায় বোধ করছেন' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের 'কৃষি কর্মীরা গত আষাঢ় মাসে কলাই এর মিনিকিট জেলা কৃষি বিভাগ থেকে পাওয়া সত্ত্বেও বিলি না করে বস্তাবন্দী অবস্থায় রেখে দিয়েছেন' বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আর এক জায়গায় 'অন্যদিকে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য নারকেল চারাগুলি বিলি না হয়ে ব্লকের গুদাম ঘরে শুকাচ্ছে' বলে কৃষিকর্ম্মীদের উপর যে দায় আরোপ করা হয়েছে, তাও ঠিক নয়। কারণ সরকারী আদেশ অনুযায়ী কলাই এবং নারকেল চারা বিলির দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির, কৃষিকর্ম্মীদের নয়। শুধু কলাই বা নারকেল চারাই নয়, পঞ্চায়েতের অন্যান্য মিনিকিটও যথাসময়ে বিলি করা হয় না, সময়ে মিনিকিটগুলি আসা সত্ত্বেও। এর জন্য দায়ী কৃষিকর্ম্মীরা নন, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।

শ্রীপ্রাণনাথ দাস বিশ্বাস
সভাপতি
পঃ বঃ রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির
মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

সরকারী জায়গা থেকে উচ্ছেদ

ফরাক্কা, ১০ নভেম্বর : গত ৯ নভেম্বর এই থানার বল্লালপুরের কাছে ফরাক্কা ব্যারেজের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে বসবাসকারী প্রায় ২০০ পরিবারকে সরকার থেকে উচ্ছেদ করা হয়। গৃহহারাদের পুনর্বাসনের দাবীতে আজ কংগ্রেস পরিচালিত এক বিক্ষোভ মিছিল ফরাক্কা বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ও বিডিওকে একটি স্মারক-লিপি দেয়।

কে পি এস সমিতির জেলা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ৮ নভেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পঞ্চম সম্মেলন গতকাল অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে। তৃতীয় পে-কমিশনে নিজেদের বক্তব্য, পে-স্কেলে বৈষম্য, কৃষি বিভাগীয় পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় চ্যাটার্জি। পৌরোহিত্য করেন শঙ্কর হালদার। সম্মেলনে ত্রিদিব সরকারকে সভাপতি এবং প্রাণনাথ দাস বিশ্বাসকে সম্পাদক মনোনীত করে তের সদস্যের কার্য-নির্বাহী সমিতি গঠন করা হয়। প্রায় একশো প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

স্পোর্টসে বাছাই দলে স্থান লাভ

মির্জাপুর : স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সাবিত্রী মণ্ডল ও বদরুজ্জমান দিল্লিতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় বাছাই পর্বে যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান লাভ করেছে বলে সংবাদ।

বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও যে কোন অনুষ্ঠানের কার্ড আমরা কলিকাতার দামে সরবরাহ করে থাকি।

অবশেষে

ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান

রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

পুনর্বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলাস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পাউরুটি সরবরাহের দরপত্র গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) মুর্শিদাবাদ অধীনের পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমিত্ত মোট ৪৫০ গ্রাম ওজনের (৭৫ গ্রাম ৬টি সমান খণ্ডে বিভক্ত) রুটি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি বেকারী সমূহের নিকট হতে গালা মোহর করা খামে 'দরপত্র' আহ্বান করা হবে।

আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ১২-১১-৮৭ তারিখ পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে (শনিবার বাদ অন্য সমস্ত কাজের দিন) বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিশদ নিয়মাবলী ও দরপত্রের নির্দ্ধারিত ফর্মের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

'দরপত্র' জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, ১৩-১১-১৯৮৭ বেলা ৩টা পর্যন্ত। ঐ দিনই বেলা ৪ ঘটিকার সংশ্লিষ্ট বেকারীদের উপস্থিতিতে 'দরপত্র' খোলা হবে। সর্বনিম্ন 'দরপত্র' গ্রহণে এই অফিস বাধ্য নাও থাকিতে পারে। প্রয়োজনে কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন বা সকল 'দরপত্র' অগ্রাহ্য করিবার অধিকার নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর রহিল।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
প্রাথমিক শিক্ষা, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

NTPC

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; 742236 : MURSHIDABAD (W. B.)

Gram : 'THERMPOWER' FARAKKA

Tender Ref : FS : 42 : MD : PI-4155 dated 22-9-87 for Procurement of Alloy steel and stainless steel items

CORRIGENDUM

The due date of opening of the above referred Tender for procurement of Alloy Steel and Stainless Steel items is hereby extended upto 20-11-87. Hence the sale of Tender paper will be upto 10-11-87.

CHIEF MATERIALS MANAGER

for FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

কুখ্যাত রফিক গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ৪ নভেম্বর রাত্রে ইমামনগর গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী রফিক সেখ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। প্রকাশ, এই দিন স্থানীয় থানার ওসি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুজাপুর গ্রাম থেকে রফিককে গ্রেপ্তার করেন। রফিক বর্তমানে বারটি মামলার আসামী এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী আছে বলে পুলিশ জানায়। উল্লেখ্য, 'রফিক ও সফিক' ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচার ও মস্তানী ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাকারবারেও এরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবারে তাঁরা কংগ্রেসকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করতে সক্ষম হবেন। এস-ইউ-সি যদি কংগ্রেসকে সমর্থনও করে তাতেও অবস্থার এমন কিছু হেরফের হবে না। শুধু কথায় নয় সি পি এম প্রচারেও অনেক এগিয়ে রয়েছে। মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, সেখালীপুর, তেবরী, সম্মতিনগরে মিছিল, মিটিং, দেওয়াল লিখন চলেছে জোর কদমে। তদুপরি এবার বন্যার শেষের দিকে সি পি এমের বন্যাত্রাণের প্রশংসনীয় কাজে ঐ অঞ্চলের মানুষ তাঁদের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে।

এরা কারা (১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছিলেন প্রশাসন তৎপর হয়ে মুষ্টিমেয় প্রচ্ছন্ন দেশবৈরীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু কাকস্য-পরিবেদনা, তাঁরা বহাল-তবিয়তে ভারত নামক এক রাষ্ট্রে বাস করে তার বিরুদ্ধাচারণ করে গেলেন নির্ভাবনায়। কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলো না। হিন্দুরা করলো না পাছে সাম্প্রদায়িক বদনাম নিতে হয়। অহিন্দুরা করলো না পাছে মুষ্টিমেয় ঐ সব মাস্তানদের বিরোধিতায় পড়ে নিজেদের ক্ষতি হয়। রাজনৈতিক দলরা নিঃশ্চুপ কেন না সামনে পঞ্চায়েত ভোটে ওদের সাহায্য ছাড়া জেতা যাবে না।

ক্যান্টিন চালুর দাবীতে

নবারুণ পয়েন্টঃ গত ১০ নভেম্বর ফরাক্কা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সিটু কর্মী ইউনিয়ন পূর্ব নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্যান্টিন খোলার দাবীতে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। উল্লেখ্য, এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ দ্বিপ্রাহরিক আহারের মূল্য হঠাৎ দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করায় প্রকল্পের কর্মীরা ক্যান্টিন বয়কট করেন। এর ফলে ক্যান্টিনটি পুরোপুরি অচল হয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষ সেটি বন্ধ করে দেন।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ গাড়ী ঘাটের সন্নিকটে পাঁচ কাঠা জায়গার উপর বাথরুম, টিউবওয়েলসহ পাকা বসত বাড়ী বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান
ষ্টুডিও বলাকা
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পার্শ্বে
(রঘুনাথগঞ্জ)

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে শিক্ষক চাই

ছামুগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুলে, ডেপুটেশন্ ভ্যাকান্সীতে একজন বি-এ (বি-এড, পি-জি-বি-টি অগ্রগণ্য) পাস সহঃ শিক্ষক প্রয়োজন। প্রার্থীরা আগামী ইং ২২-১১-৮৭ তারিখে বেলা ১২ টায় স্কুল সিলেকশন্ কমিটির নিকট মূল মার্কসশীট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ উপস্থিত হইতে পারেন।

প্রার্থীরা কোনও যাতায়াতের খরচ পাইবেন না।

সম্পাদক
ছামুগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুল
পোঃ মনিগ্রাম, (মুর্শিদাবাদ)

বিদ্যুৎ বিভাগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

লোক দীপ প্রকল্প অনুযায়ী যেখানে যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ চুরির মহাসুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের গ্রাহকদের মাসিক ৫ টাকার বিনিময়ে ২টি করে আলোর পয়েন্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংযোগ থেকে আশে-পাশের বাড়ীতে, দোকানে বিদ্যুৎ বিক্রি করছেন বলে খবর। এই ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা নেই। সকলের চোখের সামনেই চলছে। কিন্তু বিদ্যুৎ-কর্মীরা চোখ বন্ধ করে আছেন। তাঁদের এই আচরণ সন্দেহজনক বলে অনেকে মনে করছেন।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টি, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।